সংবাদ

তারিখ 29 OCT ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ...

চুরির সন্দেহে

# স্কুলছাত্রীকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ

আ. হান্নান ভুইয়া, নরসিংদী

নরসিংদীর শিবপুরে মোবাইল চুরির অপরাধে ৫ম শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রীকে শরীরে কেরোসিন ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে এবং গতকাল সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে দগ্ধ ছাত্রীর মৃত্যু হয়। নিহতের স্বজন ও পরিবারের অভিযোগ, মোবাইল চুরির অভিযোগে মেয়েটিকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। তবে পুলিশ বলছে, চুরির অপবাদ সইতে না পেরে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। নরসিংদীর শিবপুর উপজেলা খৈনকুট গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত স্কুলছাত্রী আজিজা খাতুন (১৩) খৈনকুট গ্রামের আবদুস সাত্তারের মেয়ে। সে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী। তার বাবা সাত্তার স্থানীয় একটি মুরগির খামারে কাজ করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহতের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে। খবর পেয়ে শিবপুর উপজেলা কর্মকর্তা শিলু রায়সহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

নিহত আজিজার ভাই সুজন জানান, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ির আঙিনা থেকে কয়েকজন লোক আজিজাকে ধরে নিয়ে যায়। প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে একটি উঁচু টিলায় নিয়ে তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে দেয়ে। পরে পাষণ্ডরা তার শরীরে দিয়াশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে তার আত্মচিৎকারে এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে আগুনে পুড়তে দেখে। পরে স্থানীয়রা পানি ডেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। ততক্ষণে তার শরীরের অনেকখানি পুড়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে রাত দেড়টার দিকে আজিজাকে ঢামেকে আনা হয়।

সুজন আরও জানান, আট-দশ দিন আগে তাদের চাচির একটি মোবাইল সেট চুরি হয়। চাচির মা ও স্কুলছাত্রীকে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

## স্কুলছাত্রীকে : পুড়িয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্য স্বজনরা এর জন্য আজিজাকে সন্দেহ করে। তারা হুমকি দেয়, এক সপ্তাহের মধ্যে মোবাইল ফোন ফেরত না দিলে আজিজাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবে। যারা আজিজাকে পুড়িয়ে দিয়েছে তাদের চিনতে না পারলেও এই ঘটনার জন্য চাচি ও তার স্বজনদেরই সন্দেহ করছেন তারা। এদিকে শিবপুর থানার ওসি মো. সৈয়দুজ্জামান জানান, কিশোরীকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে কোন প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে আসেনি। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অপবাদ সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি নিজে গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। তবে তদন্ত চলছে। তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ পর্যন্ত নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।